Vol. 43 | No. 1 | 1999

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

বাংলাদেশের পঁচিশ বছরের সাহিত্যগবেষণা [১৯৭২-১৯৯৭]

Volume	43
Issue	1
Year	1999
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	ভীষ্মদেব চৌধুরী
Published online	October 1, 1999
DOI	10.62328/sp.v43i1.1
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v43i1.1
Pages	1-16
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

Check for updates

বাংলাদেশের পঁচিশ বছরের সাহিত্যগবেষণা
[১৯৭২-১৯৯৭]

ভীষ্মদেব চৌধুরী*

ভূমিকা

১৯৭১ খ্রিস্টাব্দের ২৬ মার্চ স্বাধীনতা ঘোষণার মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ রাষ্ট্রের অভ্যুদয় এবং ১৬ ডিসেম্বর সশস্ত্র স্বাধীনতা সংগ্রামের মধ্য দিয়ে এই নবীন রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা। সার্বভৌম ভূখণ্ড, স্বতন্ত্র জাতিসত্তা, সুনির্দিষ্ট মানচিত্র ও পতাকা অর্জন করে এবং রাষ্ট্রীয় চার মৌলনীতির ভিত্তিতে যে বাংলাদেশের যাত্রারম্ভ হয়েছিল এখন তার উত্তর-পঁচিশ তারুণ্য। অর্জিত ক্ষমতার অপব্যবহার, ক্ষুধা-দারিদ্র্য-দুর্ভিক্ষ, প্রাকৃতিক বিপর্যয়, অর্থনৈতিক সংকট ও অস্থিরতা, দুই মেয়াদে সামরিক স্বৈরশাসনের ধাতব হুঙ্কার, সংবিধানের চরিত্রহনন, শ্রেণীবিভক্ত সমাজসংগঠনের স্তরবহুল জটিলতা, গণতন্ত্রের বিপর্যয় ও গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের অবক্ষয়, স্বাধীনতাবিরোধী শক্তির পুনর্বাসন ও পুনরুত্থান, গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের পুনরুজ্জীবন প্রয়াস ইত্যাদি দৈশিক প্রসঙ্গ এবং বিদেশী দুই পরাশক্তির মধ্যকার ভারসাম্যের অবলুপ্তি, অবাধ-বাজার অর্থনীতির সর্বত্রবিস্তারী ভূমিকা, ইলেক্ট্রনিক্স্ তথ্যপ্রযুক্তির বিপ্লব—ইত্যাদি বৈশ্বিক ঘটনাধারার মিথস্ক্রিয়ার মধ্য দিয়ে অতিবাহিত হয়েছে বাংলাদেশের পঁচিশ বছর। সংকট ও বিপর্যয় সত্ত্বেও এই পঁচিশ বছর পশ্চাৎগামিতার নয়, বাংলাদেশের অগ্রযাত্রারই ইতিহাস।

উত্তরস্বাধীন বাংলাদেশে জাতিসত্তার প্রশ্নে পাকিস্তান প্রেমের প্রত্নস্মৃতি কখনও রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের স্বার্থে ব্যবহৃত হয়েছে, কখনও রাষ্ট্রধর্মের বাতাবরণে মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে অবসিত করার অপপ্রয়াসও নেওয়া হয়েছে—তবু আজ মুক্তিযুদ্ধে জাগ্রত চেতনাপ্রবাহই বাঙালি–সমাজরে মুখ্য সমাজচেতনা।এখন বাঙালি বাঙালির শাসক; রাষ্ট্রক্ষমতার জগতে কিংবা চাকুরি ও ব্যবসার জগতে স্বজাতিভুক্তরাই পরস্পরের প্রতিপক্ষ কিংবা প্রতিযোগী। এর মধ্যেও আছে শ্রেণীদ্বন্দ্, সমাজদ্বন্দ্বেরই অনিবার্য অংশ হয়ে। অন্তত ঔপনিবেশিক সমাজের স্থবিরতা ও হীনমন্যতা থেকে বাঙালি সমাজ আজ মুক্ত ও স্বাধীন। বাংলদেশের স্বাধীনতার সূত্রে প্রাপ্ত এরই সুফল বাংলাদেশের অগ্রযাত্রার এক নিগূঢ় প্রেরণা।

এই সামাজিক রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক পটভূমি যদি স্মরণে রাখি, তাহলে প্রতিবন্ধকতা ও সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও বিগত পঁচিশ বছরের সাহিত্যগবেষণার ইতিবাচক ভূমিকা ও

* অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

অবস্থানই বড় হয়ে ওঠে। তবে এ-কথাও নির্দ্বিধায় স্বীকার করতে হবে যে, পাকিস্তানশাসিত পূর্ববাংলার ষাটের দশকে সাহিত্যগবেষণার মুখ্য প্রবণতাসমূহের উত্তরাধিকার বহন করেই উত্তরস্বাধীন বাংলাদেশের সাহিত্যগবেষণার বিকাশ ও সমৃদ্ধি।

পরিপ্রেক্ষিত ।। পাকিস্তানশাসিত পূর্ববাংলার সাহিত্যগবেষণা

পাকিস্তানশাসিত পূর্ববাংলায় ১৯৪৭-১৯৫৮ কালপর্বে সাহিত্যগবেষণার মুখ্য প্রবণতা ছিল ঐতিহ্যসন্ধান, সাহিত্যের ইতিহাস নির্মাণ, আবিষ্কৃত পুথি সম্পাদনা এবং সংগৃহীত লোকসাহিত্যের সংকলন। আরও স্পষ্ট করে বলা যায়, এই কালপর্বে সম্পন্ন সাহিত্যগবেষণা প্রথমত ইতিহাসমূলক; দ্বিতীয়ত আবিষ্কার, সংগ্রহ ও সম্পাদনা নির্ভর।

১৯৫৮-১৯৭১ কালপর্বে পাকিস্তানশাসিত পূর্ববাংলায় সাহিত্যগবেষণা বিভিন্ন টানাপোড়েনের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয়ে উপান্তে মূল্যয়নধর্মী গবেষণাতেই স্থিত হয়েছিল। এই পর্বের গবেষকদের মধ্যে যাঁরা বিশিষ্ট মতাদর্শের প্রতি ছিলেন প্রতিশ্রুতিশীল, 'আইয়ুবি-দশকে' তাঁদের কেউ শাসকগোষ্ঠীর নীতির পরিচর্যা করেছেন, কেউ গ্রহণ করেছেন রাষ্ট্রীয় প্রশাসনিক পদ, কারও সাহিত্যগবেষণায় প্রতিফলিত হয়েছে স্বাজাত্যানুরাগ, অন্ধ ঐতিহ্যপ্রীতি এবং সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধি। একদিকে আদর্শভ্রষ্ট সাহিত্যগবেষকদের অখণ্ড–পাকিস্তান প্রশ্নে বির্তক–বিমুখতা ও 'মুসলিম অবদান' প্রতিষ্ঠার অত্যুৎসাহ এবং অন্যদিকে সমগ্র ষাটের দশক পরিব্যাপ্ত জাতীয়তাবাদী ও গণতন্ত্রমুখী রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক আন্দোলনের পটভূমিকায় আধুনিক বিষয়নির্ভর গবেষণাপদ্ধতির অবলম্বন ও প্রয়োগসাফল্য গবেষ়ণাজগতের দ্বৈরথ অবস্থাকে স্পষ্ট করে তোলে। এই পর্যায়ে ১৯৬১ খ্রিস্টাব্দে 'রবীন্দ্র-জন্মশতবার্ষিকী' উপলক্ষে সূচিত সাংস্কৃতিক জাগরণ আধুনিক মূল্যায়নপ্রবণ সাহিত্যগবেষণার প্রধান প্রেরণাউৎস। এ-পর্বে বাংলা সাহিত্য বিষয়ে শিক্ষার্থীর সংখ্যাও আশাব্যঞ্জকভাবে বৃদ্ধি পায়। তবে সবাই যে আন্তরিক আগ্রহ নিয়েই ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ে বিদ্যায়তানকেন্দ্রিক উপাধি লাভ করেছেন এমন নয়, সমকালীন শৈক্ষিক-সামাজিক-রাজনৈতিক বাস্তবতাও বৃহৎ অংকের অন্যমনস্ক শিক্ষার্থীকে সাহিত্য–অধ্যয়নে বাধ্য করেছে। তবু একথা নির্দ্বিধায় বলা যায় যে পাকিস্তান-অন্তর্গত পূর্ব বাংলায় ষাটের দশকেই জ্ঞানপীঠ–নির্ভর সাহিত্যগবেষণা একটি স্বতন্ত্র চারিত্র্য অর্জনে সমর্থ হয়। এই কালের স্বনিষ্ঠ শিক্ষার্থীদের অনেকেই স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশে বিশিষ্ট গবেষকের পরিচয়-গৌরবে প্রতিষ্ঠা পেয়েছেন। এ-পর্বে প্রকাশিত গবেষণাগ্রন্থের সংখ্যা আমাদের হিসেব মতে ছত্রিশ। এর এক-তৃতীয়াংশ গ্রন্থ সাহিত্যর ইতিহাস ও ইতিহাসমূলক; মধ্যযুগের সাহিত্য-বিষয়ক গ্রন্থ সংখ্যা ছয়; লোকসাহিত্য–কেন্দ্রিক গ্রন্থ সংখ্যা আট; গবেষণাপ্রবন্ধের সংকলন গ্রন্থের সংখ্যা তিন এবং আধুনিক সাহিত্য নির্ভর গবেষণাগ্রন্থের সংখ্যা পনের। লক্ষণীয় ১৯৪৭-৫৮ কালপর্বে যেখানে সাহিত্যগবেষণা ইতিহাস ও ঐতিহ্যকে আশ্রয় করে পরিচালিত হয়েছিল, সেখানে পরবর্তী তেরো বছরের সাহিত্যগবেষণায় আধুনিক সাহিত্যই সংখ্যাগরিষ্ঠ সাহিত্য-গবেষকের মনোযোগ ও আগ্রহ আকর্ষণ করেছে। এই পর্বেও কিছু ব্যতিক্রম ব্যতীত সাহিত্যের ইতিহাস ও মধ্যযুগের সাহিত্যনির্ভর ইতিহাসধর্মী গবেষণায় ঐতিহ্যপ্রীতি ও স্বাজাত্যচেতনার প্রাবল্য অক্ষুণ্ন থেকেছে। *মুসলিম মানস ও বাংলা সাহিত্য* গ্রন্থে আনিসুজ্জামান পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা-উত্তর কালের ইতিহাসনির্ভর সাহিত্যগবেষণার

মূল্য স্বীকার করে নিয়েই লিখেছিলেন, 'একথাও সত্য যে, অনুসন্ধানের প্রকৃতি ও সাধারণ আবেগ যে পরিমাণ প্রসারিত হয়েছে, সে পরিমাণে জিজ্ঞাসা ও মূল্যবোধ বিকশিত হয়নি। সামাজিক ও রাজনৈতিক পটভূমি সম্পর্কে অজ্ঞতা অনেককে বিভ্রান্ত করেছে এবং শ্রদ্ধাবোধ সাহিত্যবিচারকে বিচলিত করেছে।'[১] তাঁর এই অভিমত ১৯৫৮-৭১ কালপর্বে রচিত ইতিহাসনির্ভর সাহিত্যগবেষণা প্রসঙ্গেও অংশত প্রযোজ্য বলে মনে করি।

এই পর্বে আধুনিক সাহিত্যের প্রতি গবেষকদের আগ্রহ ও অনুসন্ধিৎসা লক্ষ করার মতো। গদ্যচর্চার ক্ষেত্রেও দেখি সাধুভাষা রীতির স্থান সময়ের আনুকূল্যেই দখল করে নিয়েছে চলিত ভাষারীতি। এ-কালের আধুনিক সাহিত্য-গবেষণার অভ্যন্তরেও শাসকগোষ্ঠীর নীতির ও সমকালীন রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক আন্দোলনের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া প্রচ্ছন্ন। তবে সামগ্রিক বিচারে বাঙালি জাতীয়তাবাদী গণতান্ত্রিক-সাংস্কৃতিক জীবনবোধই নিয়ন্ত্রণ করেছে ষাটের দশকের সাহিত্যগবেষণার মূলস্রোত। উপান্তে সত্যসন্ধ গবেষকের নিরাসক্তি এবং নির্মোহ গবেষণাপদ্ধতি অবলম্বিত হওয়ায় এই কালের সাহিত্যগবেষণা সত্যনিষ্ঠ চারিত্র্য অর্জনে সক্ষম হয়েছে। এক্ষেত্রে বিশেষভাবে লক্ষণীয় যে, রবীন্দ্রসাহিত্য এবং তুলনামূলক সাহিত্য এ-পর্যায়ের সাহিত্যগবেষণার বিষয়ীভূত হয়েছে। ফলে দশকের উপান্তে এসে ইতিহাসমূলক বিবরণধর্মী গবেষণার ধারা রূপান্তরিত হয়েছে ক্ষীণস্রোতে, পক্ষান্তরে আধুনিক সাহিত্যের গবেষণাস্রোত লাভ করেছে গতিময়তা। পরিচয়-বিবরণ-আলোচনা ও ব্যাখ্যার স্থলে মূল্যায়ন বিশ্লেষণ ও বিবেচনা অঙ্গীকার করে নিয়ে ষাটের দশকের এই বেগবান গবেষণাপ্রবাহই নবীন রাষ্ট্র বাংলাদেশে সাহিত্য–গবেষণার পটভূমি প্রস্তুত করেছে।

বাংলাদেশে সাহিত্যগবেষণার পঁচিশ বছর

প্রাকৃতিক-বিপর্যয়, দুর্ভিক্ষ, গণতন্ত্রহরণ, রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ড এবং দুই মেয়াদে সামরিক স্বৈরশাসন ইত্যাদি সত্ত্বেও বাঙালি জাতীয়তাবাদ ও জাতীয় ঐতিহ্য প্রসঙ্গে দ্বিধানিরপেক্ষ দৃঢ়তা বাংলাদেশের সাহিত্যগবেষণার এক বিশিষ্ট লক্ষণ। ধর্মীয় স্বাজাত্যানুরাগ ও মধ্যপ্রাচ্যীয় ঐতিহ্যপ্রীতির অত্যুৎসাহ এবং অহেতুক সম্মান ও গৌরব প্রতিষ্ঠার হীনমন্যতা থেকে আমাদের সাহিত্যগবেষণা এখন যে অনেকটাই মুক্ত, বোধকরি তা বলার অপেক্ষা রাখে না। বিগত পঁচিশ বছরে বাংলাদেশে সম্পাদিত গবেষণায় প্রধানত অঙ্গীকৃত হয়েছে আধুনিক সাহিত্য। আধুনিক সাহিত্যের মূল্যায়নপ্রবণ গবেষণাকর্মই এ-কালে অর্জন করেছে প্রাধান্য এবং মধ্যযুগের সাহিত্য, সাহিত্যের ইতিহাস এবং লোকসাহিত্য-বিষয়ক গবেষণাধারা ধারণ করেছে ক্রমক্ষয়িষ্ণু আকার। তবে প্রসঙ্গত স্বীকার করে নিতে হবে যে, উল্লিখিত সময়ে আধুনিক এবং প্রাক-আধুনিক উভয় ধারাতেই উল্লেখযোগ্য গবেষণাকর্ম সম্পাদিত হয়েছে। মধ্যযুগের সাহিত্যনির্ভর বিরলদৃষ্ট গবেষণাগ্রন্থেও আধুনিক মূল্যায়নপ্রবণ গবেষণাপদ্ধতি অনুসৃত হয়েছে। ফলত বলতে বাধা থাকে না যে, উভয় ধারার প্রতিনিধিত্বশীল গবেষকবৃন্দই অঙ্গীকার করেছেন আন্তর্জাতিকতা তথা বিশ্বজনীনতা। ধর্মীয় জাত্যভিমান, অন্ধ ঐতিহ্যপ্রীতি এবং বহিরারোপিত জাতীয়তার ধারণা দ্বারা পুষ্ট পাকিস্তানি-আমলের ইতিহাসনির্ভর গবেষণার উত্তরাধিকার বাংলাদেশের সাহিত্যগবেষণার মূলধারাক্রমে পরিত্যক্ত হয়েছে। এ-কালের সাহিত্যগবেষণায় ইতিহাসের ধারাবর্ণনার ক্ষেত্র অধিকার করেছে সমাজতাত্ত্বিক ও নন্দনতাত্ত্বিক গবেষণা-পদ্ধতি। আদর্শমুগ্ধতা কিংবা তোষণনীতি নয়, সত্যানুসন্ধানে সংশয় অথবা

বিভ্রান্তি বিস্তার নয়. আজকের গবেষকদের অভীষ্ট মনন ও যুক্তির নিরিখে নিরাসক্ত মূল্যায়ন ও সত্যসন্ধান। প্রসঙ্গত বলা আবশ্যক যে. আধুনিক সাহিত্যকে গবেষণার বিষয় হিসেবে নির্ধারণ করলেই যে গবেষণাকর্মটি আধুনিকতার স্মারক হয়ে উঠবে এমন ভাবার অবকাশ নেই। প্রথানুগ দৃষ্টিভঙ্গির পরিচর্যায় একটি আধুনিক বিষয়ও সনাতন মূল্যবোধকে প্রসারিত করতে পারে। বাংলাদেশের সাহিত্যগবেষণায় এ–ধরনের দৃষ্টান্ত কম নয়। অন্যদিকে বাংলাদেশে মধ্যযুগের সাহিত্যবিষয়ক গবেষণার সংখ্যাল্পতার কারণ হিসেবে তরুণ গবেষকদের অনাগ্রহকেই আমরা প্রধানত দায়ী করি। অথচ মধ্যযুগের বাংলাসাহিত্যের সমৃদ্ধ ভাণ্ডার আধুনিক মূল্যায়নদৃষ্টির নিরিখে মূল্যায়িত. ক্ষেত্রবিশেষে পুনর্মূল্যায়িত হতে পারে। প্রাগ্রসর ঐতিহ্যচেতনা ও আধুনিক সাহিত্যবিবেচনা পদ্ধতির প্রায়োগিক সাফল্যের ওপরই নির্ভর করবে এ-ধরনের সাহিত্যগবেষণার মূল্য। এ-কথা বাস্তব যে. বাংলাদেশের তরুণ গবেষকরা মধ্যযুগের সাহিত্য অনাগ্রহী: শিক্ষার্থীদের মধ্যে সদ্য উপাধি লাভ করে যাঁরা গবেষণাজগতে প্রবেশ করেন—তাঁরাও মধ্যযুগের পাণ্ডুলিপিনির্ভর সাহিত্যগবেষণায় উৎসাহ পোষণ করেন না। সম্পাদিত ও গ্রন্থিত হয়েছে যে-সব পাণ্ডুলিপি. সেগুলিকে অবলম্বন করে আধুনিক মূল্যায়নদৃষ্টির আলোকে মধ্যযুগের বাংলাসাহিত্যে পুনর্মূল্যায়িত হতে পারে. পেতে পারে নবমূল্যে প্রতিষ্ঠা। এ ক্ষেত্রে এগিয়ে আসতে হবে নবীন গবেষকদেরই। অন্ধ ঐতিহ্যমুগ্ধতা ও অকারণ গৌরবপ্রতিষ্ঠার যুগে (১৯৫৮-৭১) তৎকালীন তরুণ-গবেষকরা আধুনিক সাহিত্যের প্রতি তাঁদের নিরঙ্কুশ মনোযোগ ও কর্মপ্রয়াস নিয়োগ করে সাহিত্যগবেষণায় দৃষ্টিভঙ্গিগত পালাবদলের যে ঐতিহাসিক দায়িত্ব পালন করেছিলেন, ঠিক সেভাবেই আজকের তরুণ-গবেষকরাও আধুনিক আর্থ-সামাজিক–রাজনৈতিক-নৃতাত্ত্বিক ও নান্দনিক দৃষ্টিভঙ্গির সমবায়ে মধ্যযুগের সাহিত্যভাণ্ডার পুনরুন্মোচন করতে পারেন নবমূল্যে। বাংলাদেশের সাহিত্যগবেষণার জগতে এ-ক্ষেত্রটির বৃহদংশই এখন অকর্ষিতও যা নবীন গবেষকবৃন্দের জ্ঞানচর্চার একটি সময়োপযোগী ক্ষেত্র হিসেবে বিবেচিত হতে পারে। পাকিস্তানশাসিত পূর্ববাংলায় ১৯৫৮-১৯৭১ কালপর্বে প্রকাশিত গবেষণাগ্রন্থের সংখ্যা ছিল ছত্রিশ, আলোচ্য বিগত পঁচিশ বছরের বাংলাদেশে সাহিত্যবিষয়ক গবেষণাগ্রন্থের সংখ্যা শতাধিক।[২] গুণ ও পরিমাণ সর্বদা গাঁটছড়া বেঁধে চলে না বলেই এ-সময়ে টীকা-ভাষ্য কণ্টকিত. উদ্ধৃতি ও উপাত্তবহুল অন্তঃসারতুচ্ছ গ্রন্থের সংখ্যাই অধিক তবু এই সংখ্যাবাহুল্যের অভ্যন্তরেই ছাড়ানো-ছিটানো আছে বিভিন্ন বিষয় ও ধারার উজ্জ্বল মননমেধামণ্ডিত আধুনিক ও আন্তর্জাতিক সাহিত্যমূল্যায়ন-পদ্ধতি অনুসৃত গবেষণাগ্রন্থ।

১৯৮৩ খ্রিস্টাব্দে অভিন্ন বিষয়ে লিখিত একটি প্রবন্ধে ('বাংলাদেশে সাহিত্যগবেষণার ধারা' : *সাহিত্যপত্রিকা*; ষড়বিংশ বর্ষ : প্রথম সংখ্যা, শীত ১৯৮৩) আমি মুক্তিযুদ্ধোত্তর একযুগে সম্পন্ন ও প্রকাশিত গবেষণাকর্মের বিষয়ভিত্তিক শ্রেণীবিন্যাসকৃত তালিকা উপস্থাপন করেছিলাম। মুক্তিযুদ্ধোত্তর একযুগে সামাজিক রাজনৈতিক অস্থিরতা গবেষণাজগৎ ও সামগ্রিক শিক্ষাজগৎকেই প্রভাবিত করেছিল। দ্বিতীয় যুগে রাজনৈতিক অস্থিরতা অক্ষুণ্ন থাকলেও মুক্ত রাজনীতি ও উন্মুক্ত অর্থনীতির যে তত্ত্ব অধুনা বিশ্বের একটি অনুপেক্ষণীয় প্রসঙ্গ—তার প্রভাবতরঙ্গ আমাদের জাতীয় জীবনের তটেও এসে স্পর্শ করেছে। এরই ফলস্বরূপ ৯০-এর দশকে দীর্ঘ গণআন্দোলনের পটভূমিকায় বিলুপ্ত গণতন্ত্র পুনরুজ্জীবিত হয়েছে; নির্বাধ চিন্তাচর্চা ও জ্ঞানসাধনার জগৎ বহুলাংশে ফিরে পেয়েছে নির্ভীক বস্তুগত পরিপ্রেক্ষিত । ফলত সময়ের আনকূল্যে সাহিত্যগবেষণায় উদার সত্যসন্ধ মূল্যায়নদৃষ্টি এবং

যুক্তিনির্ভর বিবেচনাবোধ প্রতিষ্ঠা করেছে নিরঙ্কুশ প্রাধান্য। বিগত পঁচিশ বছরে গ্রন্থিত সাহিত্যগবেষণার শতাধিক গ্রন্থের যে পঞ্জি বর্তমান প্রবন্ধের শেষে সংযোজন করেছি, তার বিষয়ভিত্তিক শ্রেণীকরণ ও সংখ্যা নিম্নরূপ : [ক] ইতিহাসমূলক গবেষণা : গ্রন্থ সংখ্যা একত্রিশ [খ] মধ্যযুগের সাহিত্যগবেষণা; গ্রন্থ সংখ্যা পনেরো [গ] লোকসাহিত্যগবেষণা : গ্রন্থ সংখ্যা নয় [ঘ] গবেষণামূলক প্রবন্ধ সংকলন : গ্রন্থ সংখ্যা এগারো (গ্রন্থভুক্ত প্রবন্ধের বিষয় আধুনিক সাহিত্য) [ঙ]-মূল্যায়নধর্মী আধুনিক সাহিত্যবিষয়ক গবেষণা : গ্রন্থ সংখ্যা একান্ন। উপর্যুক্ত শ্রেণীকরণ ও পরিসংখ্যান থেকে এই সুস্পষ্ট ধারণা পাওয়া যায় যে, বাংলাদেশে আলোচ্য পঁচিশ বছরের সাহিত্যগবেষণার বিষয়ভুক্ত হওয়ার ক্ষেত্রে আধুনিক সাহিত্যের অবস্থান সর্বোচ্চ। এগারোটি গবেষণামূলক প্রবন্ধ-সংকলন এবং মূল্যায়নধর্মী আধুনিক সাহিত্যের একান্নটি গবেষণাগ্রন্থ ছাড়াও আলোচ্য ইতিহাসমূলক গ্রন্থের মধ্যে একুশটিরই অবলম্বন আধুনিক বাংলা সাহিত্য। এই সংখ্যা বাংলাদেশের বিগত পঁচিশ বছরের সাহিত্যগবেষণার ইতঃপূর্বে নির্দেশিত প্রবণতাসমূহের প্রধান প্রমাণ-ভিত্তি।

উল্লেখিত হয়েছে যে, আধুনিক সাহিত্যগবেষণার প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হলেও আমাদের শ্রেণীকরণকৃত সকল শাখার গবেষণা ক্ষেত্রেই কিছু গুরুত্ববহ কাজ সম্পন্ন হয়েছে। পরিসরের স্বল্পতাহেতু বর্তমান প্রবন্ধে বাংলাদেশের সাহিত্যগবেষণার প্রবণতা নির্দেশের ক্ষেত্রে সেই সব গ্রন্থকেই আমি বিবেচনাভুক্ত করেছি যেগুলি আলোচ্য পঁচিশ বছরে সম্পন্ন আমাদের সাহিত্যগবেষণার প্রতিনিধিত্বের স্মারক রূপে চিহ্নিত হতে পারে বলে আমার মনে হয়েছে।

[ক] ইতিহাসমূলক গবেষণা

বাংলাদেশের সাহিত্যগবেষণায় প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস পুনর্গঠনের ক্ষেত্রে যাঁর ভূমিকা একক ও অবিসংবাদিত, তিনি আহমদ শরীফ। তাঁর রচিত *বাঙালী ও বাঙলা সাহিত্য* প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ডে পর্যায়ক্রমে প্রাচীন ও মধ্যযুগের সাহিত্যের ইতিহাস সমাজতাত্ত্বিক ও নৃ-বৈজ্ঞানিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক এবং ধর্মীয় ও দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে বিশ্লেষিত ও পুনর্গঠিত হয়েছে : পুনর্গঠিত বলছি এ-কারণে যে, মধ্যযুগে বাংলার পূর্বাঞ্চলে রচিত এবং আব্দুল করিম সাহিত্যবিশারদ কর্তৃক পরিজ্ঞাত ও সম্পাদিত বিশাল সাহিত্যভাণ্ডার এবং তার স্বসম্পাদিত গ্রন্থসমূহ এতে যোগ্য তাৎপর্য ও মূল্যে আলোচনাভুক্ত হয়েছে। ফলত এর মধ্য দিয়ে কিছু কিছু অবিদিত প্রসঙ্গ অন্তর্ভুক্ত হয়ে মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস একটি পূর্ণায়ত রূপ লাভে সহায়ক হয়েছে। আহমদ শরীফ কেবল ইতিহাসের ধারা বর্ণনা করেন না—প্রাসঙ্গিক পটভূমিতে বিষয়কে স্থাপন করে তার মূল্য ও তাৎপর্য বিশ্লেষণেও তৎপর হন।

মুদ্রণ প্রযুক্তির বিপ্লব আধুনিক সাহিত্য প্রকাশনার সর্বত্র বিস্তারকে আনিবার্য করে তুলেছে। উনিশ শতকের সাহিত্যসম্ভার এবং বিশ শতকের সচল সাহিত্যপ্রসূন মিলে আজ বাংলা সাহিত্যের এক বিশাল জগৎ। এই দুশো বছরের রচনা, যাকে আমরা আধুনিক সাহিত্য অভিধায় চিহ্নিত করতে অভ্যস্ত, আজ তার ইতিহাস নির্মাণ করা একক কোনো গবেষকের পক্ষে প্রায় অসম্ভব। আধুনিক

কালে জ্ঞানচর্চার এই বাস্তবতা স্বীকার করে নিয়েই সাহিত্যর বিশিষ্ট বিষয় বা ধারাভিত্তিক ইতিহাস রচনার সূত্রপাত। বাংলাদেশের সাহিত্যগবেষণার ক্ষেত্রেও বিভিন্ন বিষয় ও ধারাভিত্তিক ইতিহাসরচনার মধ্য দিয়ে সমগ্র আধুনিক সাহিত্যের ইতিহাস সংগঠনের একক অথচ সামবায়িক এক প্রক্রিয়া আজ চলমান। এই পর্যায়ে বাংলা নাটক ও নকশা অবলম্বনে রচিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ নীলিমা ইব্রাহিমের *বাংলা নাটক : উৎস ও ধারা*,আবুল কাশেম চৌধুরীর *বাংলা সাহিত্যে সামাজিক নকশা : পটভূমি ও প্রতিষ্ঠা*, গোলাম মুরশিদের *সমাজসংস্কার আন্দোলন ও বাংলা নাটক* (১৮৫৪-৭৬), সুকুমার বিশ্বাস-এর *বাংলাদেশের নাট্যচর্চা ও নাটকের ধারা।* আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক পটভূমিকায় কবিতার বিকাশধারা চিহ্নিতকরণের কাজ মাত্র কয়েকজন গবেষকের বিবেচনাভুক্ত হয়েছে। কবিতা বাংলাসাহিত্যের প্রাচীনতম এবং আধুনিক সাহিত্যের সমৃদ্ধতম শাখা। কবিতার ইতিহাসবিষয়ে এ-সময়ের দুটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ সাঈদ-উর রহমানের *পূর্ববাংলার রাজনীতি–সংস্কৃতি ও কবিতা* এবং নিতাই দাস-এর *পাকিস্তান আন্দোলন ও বাংলা কবিতা*। সাময়িকপত্রের প্রকাশক্রম, পত্রিকায় বিধৃত জনমত, জীবনধারা,সাহিত্যচিন্তা এবং সামাজিক ভূমিকার বর্ণনা বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা সমন্বয়ে রচিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ শামসুল হকের *বাংলা সাময়িকপত্র* মুস্তফা নূরউল ইসলামের *সাময়িকপত্রে জীবন জনমত*, মোহাম্মদ মনিরুজ্জামানের *সাময়িকপত্রে সাহিত্যচিন্তা : সওগাত*, লায়লা জামানের *সওগাত পত্রিকার সাহিত্যিক অবদান ও সামাজিক ভূমিকা* এবং মোহাম্মদ আবদুল কাইউমের *সাময়িকপত্রে সাহিত্য প্রসঙ্গ*। এ-সব গ্রন্থ সাময়িক-পত্রের পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস রচনার উপকরণ–উৎস হিসেবে গণ্য হতে পারে।

নবোদ্ভূত বাঙালি মুসলিম মধ্যবিত্তের চিন্তাজগতের বিকাশধারা চিহ্নিত হয়ে আছে সমকালীন সাহিত্যে। এই চিন্তালোকের স্বরূপ সন্ধান আমাদের সামাজিক ইতিহাসের এক গুরুত্বপূর্ণ প্রসঙ্গ। বাঙালি মুসলমানের চিন্তা জগতের বিকাশধারা বিশ্লেষিত হয়েছে খন্দকার সিরাজুল হকের *মুসলিম সাহিত্য সমাজ : সমাজচিন্তা ও সাহিত্যকর্ম*, শাহজাহান মনির–এর *বাংলা সাহিত্যে বাঙালি মুসলমানের চিন্তাধারা*, ওয়াকিল আহমদ-এর *উনিশ শতকের বাঙালি মুসলমানের চিন্তাচেতনার ধারা* এবং -এ স্বরোচিষ সরকারের *কথাসাহিত্য ও নাটকে মুসলিম সংস্কারচেতনা* গ্রন্থে। বাংলা গদ্যের ইতিহাস পুনর্গঠনের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন আনিসুজ্জামান-এর *পুরনো বাংলা গদ্য* এবং গোলাম মুরশিদ-এর কালান্তরে বাংলা গদ্য। লোকসাহিত্যের ছড়া আধুনিক সাহিত্যেরও এক শিল্প-আঙ্গিক। লোকছড়া থেকে শুরু করে আধুনিক কালে রচিত ছড়ায় বাঙালি সমাজ ও সংস্কৃতির স্বরূপ অন্বেষণ করেছেন সৈয়দ মোহাম্মদ শাহেদ *ছড়ায় বাঙালি সমাজ ও সংস্কৃতি* গ্রন্থে। এ-কালে রচিত ইতিহাসমূলক গবেষণা গ্রন্থগুলোর মধ্যে একটি নতুন মাত্রা সংযোজিত হয়েছে দিলওয়ার হোসেন রচিত *বঙ্কিম উপন্যাসে মুঘল ইতিহাসের উপাদান* এবং সৌরেন বিশ্বাস প্রণীত *বিভূতিভূষণের উপন্যাসে শতবর্ষের বাংলাদেশ* গ্রন্থে। আধুনিক সাহিত্য থেকে দূর ও নিকট অতীতের উপাত্ত সংগ্রহ করে রাজনৈতিক ও সামাজিক ইতিহাস পুনর্গঠনের এই কৌশল সাহিত্যগবেষণার দিগন্তকে প্রসারিত করেছে নিঃসন্দেহে।

[খ] মধ্যযুগের সাহিত্যগবেষণা

বাংলাদেশের উপর্যুক্ত পঁচিশ বছরের সাহিত্যগবেষণার জগতে সর্বাধিক উপেক্ষিত বিষয় মধ্যযুগের সাহিত্য। তরুণ গবেষকদের শ্রমবিমুখতা ও অনাগ্রহ এবং জ্ঞানপীঠনির্ভর যোগ্য তত্ত্বাবধানের সুযোগ-স্বল্পতা যুগপৎভাবে এ-ধারার গবেষণার সংখ্যাল্পতার কার্যকারণ। অথচ আবিষ্কৃত পুথির সম্পাদনা ছাড়াও সম্পাদিত পুথি অবলম্বনে মধ্যযুগের সাহিত্যভাণ্ডার নবমূল্যে বিশ্লেষিত ও পুনর্মূল্যায়িত হতে পারে। আধুনিক মূল্যায়নদৃষ্টির আলোকে মধ্যযুগের সাহিত্য বিষয়ে গবেষণার এক প্রশস্ত ক্ষেত্র আজ প্রস্তুত। তরুণ গবেষকদের মননঋদ্ধ অনুসন্ধিৎসা ও আন্তর্জাতিক সাহিত্যবিবেচনা-পদ্ধতির প্রয়োগ–সাফল্যের ওপরই নির্ভর করবে এ-ধারার সাহিত্যগবেষণার ভবিষ্যৎ। আশার কথা বিগত পঁচিশ বছরে মধ্যযুগের সাহিত্য অবলম্বন করে সম্পন্ন কিছু গবেষণাকর্মে আধুনিক বিবেচনা ও মূল্যায়নদৃষ্টির প্রতিফলন ঘটেছে। বর্তমান কালপরিসরে এ-ধারার সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ সেলিম আল দীন-এর *মধ্যযুগের বাঙলা নাট্য*। এতদ্ব্যতীত এ-পর্যায়ের উল্লেখযোগ্য গ্রন্থগুলি হচ্ছে : আহমদ শরীফের *মধ্যযুগের সাহিত্যে সমাজ ও সংস্কৃতির রূপ*, আব্দুল হাফিজ-এর *বাংলা রোমান্স-কাব্য পরিচয়*, মুহম্মদ শাহজাহান মিয়ার *শ্রীরায় বিনোদ : কবি ও কাব্য* মুহম্মদ আবদুল খালেক-এর *মধ্যযুগের বাংলা কাব্যে লোক-উপদান*, ওয়াকিল আহমদ-এর *মধ্যযুগের বাংলা কাব্যের রূপ ও ভাষা*, রাজিয়া সুলতানার *আব্দুল হাকিম : জীবন ও কাব্য*, শিপ্রা সরকারের *সাহিত্যের সমাজতত্ত্ব : প্রসঙ্গ মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গল কাব্য*, জয়া সেনগুপ্তের *মনসামঙ্গল কাব্যে সামাজিক পটভূমিকা ও নারী* এবং মোহাম্মদ হান্নান-এর *বাংলা সাহিত্যে মতাদর্শগত বিরোধ ও শ্রেণীদ্বন্দ্ব : মনসামঙ্গল কাব্য*।

[গ] লোকসাহিত্য গবেষণা

বাংলাদেশে লোকসাহিত্যের রয়েছে এক সমৃদ্ধ ভাণ্ডার। নিরলস সংগ্রহ ও সংকলন প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে আলোচ্য পঁচিশ বছরে লোকসাহিত্যের বিশাল জগৎ আবিষ্কৃত হয়েছে। ব্যক্তিগত উদ্যোগ ছাড়াও এ ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে বাংলা একাডেমী। সংগ্রহ, সংকলন, সম্পাদনা ও মুদ্রণ-এই চারটি পর্যায়েই বাংলা একাডেমী সময়োপযোগী দায়িত্ব পালন করেছে এবং জাতীয় ঐতিহ্যের ইতস্তত-বিক্ষিপ্ত শিল্পিত ও ঐতিহাসিক উপাদানগুলিকে জাতীয় সম্পদরূপে প্রতিষ্ঠা করেছে। তবে এখানে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে, আমাদের লোকসাহিত্যের গবেষকবৃন্দ সংগ্রহ, সংকলন ও সম্পাদনার প্রতি যতটুকু আগ্রহী ও তৎপর, সে-তুলনায় লোকসাহিত্যের সামাজিক-নৃতাত্ত্বিক ও নান্দনিক বিশ্লেষণে আন্তরিক নন। ফলত আমাদের সাহিত্যগবেষণায় লোকসাহিত্য চর্চা প্রধানত সংগ্রহ ও সম্পাদনার মধ্যেই আবদ্ধ থাকায় মূল্যায়নধর্মী গবেষণাগ্রন্থের সংখ্যা বিরল। ব্যক্তিগত উদ্যোগ এবং প্রতিষ্ঠান-নির্ভর উচ্চতর গবেষণার উভয় ক্ষেত্রেই যে-কয়টি গুরুত্বপূর্ণ কাজ সম্পাদিত হয়েছে—তাতে আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক এবং নান্দনিক মূল্যায়নদৃষ্টির পরিচর্যায় বিভিন্ন ধারার লোকসাহিত্যের নতুন পরিচয়মূল্য প্রতিষ্ঠার প্রয়াস পরিলক্ষিত। আনোয়ারুল করিম-এর *ফকির লালন শাহ্*, খোন্দকার রিয়াজুল হক – এর *মরমী কবি পাঞ্জু শাহ্ : জীবন ও কাব্য*, এস.এম. লুৎফর রহমান-এর অপ্রকাশিত অভিসন্দর্ভ *বাউলগান ও লালন শাহ্* (১৯৭৯) এবং সৈয়দ আজিজুল হক-এর

ময়মনসিংহ গীতিকা : জীবনধর্ম ও কাব্যমূল্য এ-কালের লোকসাহিত্য বিষয়ক উল্লেখযোগ্য গবেষণাগ্রন্থ।

[ঘ] গবেষণামূলক প্রবন্ধ-সংকলন

গবেষণামূলক প্রবন্ধ-সংকলনের অধিকাংশ রচনাই ব্যক্তিগত উদ্যোগে রচিত এবং প্রাথমিক পর্যায়ে প্রাতিষ্ঠানিক গবেষণাপত্রে মুদ্রিত। এ-কালে প্রকাশিত সংকলন-গ্রন্থের বেশির ভাগ প্রবন্ধই আধুনিক সাহিত্যের বিভিন্ন বিষয়কে কেন্দ্র করে পরিকল্পিত । তবে বিশিষ্ট একটি গ্রন্থে প্রাচীন ও মধ্যযুগ নির্ভর একাধিক উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। ক্ষুদ্র-পরিসরে বিন্যস্ত গবেষণাপ্রবন্ধের প্রধান সীমাবদ্ধতা হল এতে বিশ্লেষণ ব্যাখ্যা ও মূল্যায়নের সমবায়ে গবেষণা বিষয়ের স্বরূপ প্রায়শ সম্পূর্ণতা অর্জনে ব্যর্থ হয়। কেননা সংক্ষিপ্ত পরিসর মূলত বক্তব্যবিষয়ের রূপরেখা প্রকাশের জন্যই অধিক কার্যকর। বিষয় ও প্রসঙ্গের মধ্যে দূরত্ব সত্ত্বেও সংকলন-গ্রন্থসমূহের অধিকাংশ প্রবন্ধই সুপরিকল্পিত সংহত এবং তাৎপর্যবহ। এ-সব প্রবন্ধের কোনো কোনোটিতে ইতিহাসমূলক, অনুসন্ধানধর্মী, বিশ্লেষণমুখ্য ও মূল্যায়নপ্রবণ গবেষণাপদ্ধতি অনুসৃত হয়েছে। পরিসংখ্যান নিয়ে দেখা গেছে বিশ্লেষণ ও মূল্যায়নধর্মী গবেষণাপদ্ধতির প্রতিই এ–ধারার সংখ্যাগরিষ্ঠ গবেষকের আগ্রহ। বর্তমান নিবন্ধের ভূমিকায় আলোচ্য পঁচিশ বছরে সম্পন্ন সাহিত্যগবেষণার মুখ্যপ্রবণতা নির্দেশ করতে গিয়ে বলা হয়েছিল যে, এ-কালের সাহিত্যগবেষণায় মূল্যায়নধর্মী ও বিবেচনামূলক গবেষণা-পদ্ধতিরই প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত। এ-পর্যায়ের গবেষণামুলক প্রবন্ধ-সংকলনগুলো নির্দেশিত এ মুখ্য প্রবণতার সর্বাধিকদৃঢ় দৃষ্টান্ত। গত পঁচিশ বছরে প্রকাশিত মূল্যাবান গবেষণামূলক প্রবন্ধ-সংকলনের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য আবু হেনা মোস্তফা কামাল-এর *শিল্পীর রূপান্তর*, আনিসুজ্জামান-এর *স্বরূপের সন্ধানে*, আবদুল মান্নান সৈয়দ-এর *দশ দিগন্তের দ্রষ্টা*, সৈয়দ আকরম হোসেন-এর *বাংলাদেশের সাহিত্য ও অন্যান্য : প্রসঙ্গ* এবং *প্রসঙ্গ বাংলা কথাসাহিত্য*।

[ঙ] আধুনিক সাহিত্যগবেষণা

আধুনিকসাহিত্য-বিষয়ক গবেষণা আলোচ্য পঁচিশ বছরে সম্পন্ন বাংলাদেশের সাহিত্যগবেষণার সমৃদ্ধতম ধারা। সংখ্যা ও গুণ উভয় দিকে থেকেই এ–ধারাটি আমাদের প্রাগ্রসর চিন্তাচর্চার স্মারক। চব্বিশ বছর পরিব্যাপ্ত পাকিস্তানি অপশাসনের নিগড় প্রত্যক্ষে কিংবা পরোক্ষে প্রভাব বিস্তার করেছিল আমাদের মুক্তিযুদ্ধ-পূর্বকালের গবেষণা-জগৎকে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই প্রথাপ্রিয় গবেষকের সনাতনী প্রয়োগ-পদ্ধতির অনুসরণে পরিচালিত হয়েছে সে-কালের গবেষণাকর্ম। এই নঞর্থক প্রভাবের বিপরীতে মুষ্টিমেয় কয়েকজন মেধাবী ও সাহসী গবেষকের সাধনায় সূচিত হয়েছিল আধুনিকতার চর্চা। বিশেষত ষাটের দশকের বিরুদ্ধ প্রতিবেশ এবং উদ্ভিন্ন বিক্ষোভের মধ্যকার দ্বৈরথ যেমনভাবে অনিবার্য করে তুলেছিল দশকান্তের সশস্ত্র স্বাধীনতা সংগ্রাম,অনেকটা সে-রকমই অবরুদ্ধ শিক্ষাজগৎ এবং সত্য-অন্বেষণের মধ্যকার সংঘাতে স্বাধীনতার ঈষৎ-পূর্বকালের গবেষণা-জগৎ সত্যাশ্রয়ী

মূল্যায়নধর্মকে পদ্ধতিগত ভাবেই অঙ্গীকার করে নিয়েছিল। মুক্তিযুদ্ধোত্তর পর্যায়ে ঔপনিবেশিক শাসনের ভারমুক্ত পরিবেশে শুদ্ধ ও সত্য-নির্ভর চিন্তা-চর্চার পরিবেশ প্রতিষ্ঠিত হয় স্বভাবতই। দেশ-কাল-রাজনীতির এই গুণগত পরিবর্তন প্রতিফলিত হয় স্বাধীনতা-উত্তর অব্যবহিতকালের সাহিত্যগবেষণায়। ষাটের দশকের তরুণ গবেষকবৃন্দ, যাঁরা, নিরাপত্তা ও ভ্রান্তির মোহে সত্যানুসন্ধানের দৃঢ়তাকে বিচলিত করেছিলেন, তাঁরাও মুক্তভূমিতে সত্যসন্ধ প্রত্যয়কেই আলিঙ্গন করেছেন। আবার ষাটের দশকেই যাঁরা প্রতিকূল প্রতিবেশের উজানে দাঁড়িয়ে সত্য ও সুন্দরের প্রতিষ্ঠায় আধুনিক বিজ্ঞানমনস্ক গবেষণার বিষয় ও পদ্ধতিকে প্রয়োগ-সাফল্যে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, নতুনতর আন্তর্জাতিক উচ্চতায় তাঁদের কেউ কেউ বাংলাদেশের সাহিত্য-গবেষণার জগৎকে করেছেন সমৃদ্ধতর। মুক্তিযুদ্ধোত্তর ঐ অনুকূল প্রতিবেশ বহু ঘাত-প্রতিঘাত-অন্তর্ঘাত মোকাবেলা করে পঁচিশ বছরের এক অনতিদীর্ঘ সময় পরিসর অতিক্রম করেছে। উল্লিখিত কালপর্বে আবির্ভাব ঘটেছে মুক্তিযুদ্ধোত্তর নতুন প্রজন্মের অনেক গবেষকের। মুক্তিযুদ্ধের নয় মাস যাঁদের শৈশব-কৈশোর-তারুণ্যের এক অবিস্মরণীয় অভিজ্ঞতা, মুক্তিযুদ্ধের চেতনা যাঁদের বিগত সিকি শতাব্দীর প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা-জীবনের অনিঃশেষ প্রেরণা-উৎস, তাঁদের এক বৃহৎ সংখ্যা আজ প্রতিশ্রুতিশীল সাহিত্যগবেষক। এ কথা না-বললে সত্য গোপনেরই নামান্তর হবে যে, পঞ্চাশ ও ষাটের দশকের যাঁরা বিশিষ্ট গবেষক, তাঁদের অনেকেই এ-কালে প্রার্থিত শক্তি নেয়োগে নিরলস থাকেন নি। কেউ কেউ তরুণ-প্রবীণ গবেষকদের গবেষণাকার্যের তত্ত্বাবধানে মেধা ও শক্তি নিয়োগ করে পরোক্ষে গবেষণা–জগতের সমৃদ্ধিতে অবদান রেখেছেন। আবার কেউ কেউ প্রবীণ বয়সেও তারুণ্যের শক্তি নিয়ে সাহিত্যগবেষণায় উল্লেখযোগ্য অবদান রাখতে সক্ষম হয়েছেন।

বহুমুখ-উৎস আধুনিক সাহিত্য নিরন্তর বৈচিত্র্য-সন্ধানী। ফলত আধুনিক সাহিত্যের গবেষণার পদ্ধতি ও প্রক্রিয়াও স্তরবহুল ও বিচিত্র। অনুসন্ধান,আবিষ্কার, বিবৃতি, বিবরণ ও ব্যাখ্যার মধ্যে আজ আর সাহিত্যগবেষণা সীমাবদ্ধ নয়। সাহিত্যের বিভিন্ন শাখার বিষয়–বৈচিত্র্যের অনুষঙ্গে রূপ ও রীতির মূল্যায়ন, তুলনামূলক বিবেচনা এবং বৈজ্ঞনিক সমাজতত্ত্ব ও অতি-সাম্প্রতিক সাহিত্যতত্ত্বের অনুসরণ ও অনুশীলন আজকের বাংলাদেশের সাহিত্যগবেষণার প্রধান বৈশিষ্ট্য,মুখ্য বাস্তবতা।

উল্লেখ করা হয়েছে যে, আধুনিক সাহিত্যগবেষণায় ইতিহাসমূলক গবেষণা পদ্ধতির অনুশীলন আজ অতীতের ব্যাপকতা হারিয়েছে। আধুনিক সাহিত্যের বিচিত্র ও বিপুল সম্ভার বর্তমান কালের গবেষকদের গবেষণা-বিষয়ের মূল্যায়নে সামূহিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তে অণুসূক্ষ্ম দৃষ্টিভঙ্গির প্রতি ক্রমশ আগ্রহী করে তুলছে। এবং এভাবেই এ-কালের সাহিত্যগবেষণা আধুনিক প্রতীচ্যজগতের মূল্যায়ন পদ্ধতির অনুশীলনের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক গবেষণা-মান অর্জনে আত্মনিয়োগ করেছে।

বর্তমান প্রবন্ধের শেষে উপস্থাপিত গ্রন্থপঞ্জিতে আলোচ্য পঁচিশ বছরে প্রকাশিত আধুনিক সাহিত্য বিষয়ক উনপঞ্চাশটি গ্রন্থ তালিকাভুক্ত হয়েছে। এই তালিকার অধিকাংশ গ্রন্থে প্রধানত বিবেচনা ও মূল্যায়নধর্মী গবেষণা-পদ্ধতিতে সাহিত্যের বিভিন্ন বিষয় ও প্রবণতা, রূপ রীতি ও প্রকরণ ; সামাজিক, রাজনৈতিক, ঐতিহাসিক ও দার্শনিক প্রসঙ্গ এবং তুলনামূলক বিবেচনা গবেষণাভুক্ত হয়েছে।

পাকিস্তানশাসিত পূর্ববাংলায় নজরুল-সাহিত্য উদারনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির আলোয় সর্বদা বিশ্লেষিত হয় নি। শাসকগোষ্ঠী নিজেদের ইচ্ছাপূরণের স্বার্থে সমালোচকদের ব্যবহার করেছে যার প্রতিফলন ঘটেছে বিদ্যালয়-পাঠ্য গ্রন্থে নজরুলকাব্যের পাঠবিকৃতির মহড়ায়। কিন্তু স্বাধীন বাংলাদেশে নজরুল ইসলাম জাতীয় মূল্যবোধ ও ঐতিহ্যের অংশ। জাতীয় কবির অভিধায় অভিষিক্ত এই কবির জীবন ও সাহিত্য নির্মোহ গবেষণার বিষয়ভুক্ত হওয়ায় নজরুলসাহিত্যের সত্যরূপ সন্ধানের সুযোগ আজ অবারিত। নব্বই-এর দশকের বাংলাদেশে নজরুল সাহিত্য ব্যাপক অনুসন্ধান ও গবেষণার বিষয়। তবে এখনও উচ্চমানসম্মত গবেষণাগ্রন্থের দৃষ্টান্ত বিরল। এর মধ্যে রফিকুল ইসলামের *নজরুল জীবনী* ও *কাজী নজরুল ইসলাম : জীবন ও কবিতা* এবং করুণাময় গোস্বামীর *বাংলা কাব্যগীতির ধারায় কাজী নজরুল ইসলামের স্থান* উল্লেখযোগ্য গবেষণা-গ্রন্থ। ষাটের দশকের পূর্ববাংলায় প্রতিকূল প্রতিবেশ তথা শাসকগোষ্ঠীর ভ্রূকুটি উপেক্ষা করেই রবীন্দ্রসৃষ্টি সাহিত্যগবেষণার বিষয়ভুক্ত হয়েছিল। সাহসী গবেষকদের সত্যসন্ধ মানসতা ও নির্ভীকতা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষাপরিষদের আনুকূল্য এবং মুহম্মদ আব্দুল হাই-এর মত সুযোগ্য গবেষণা-তত্ত্বাবধায়কের আন্তরিকতা ও বৈরিস্রোতের বিপক্ষে অনমনীয় দৃঢ়তা ঐ-কালের মুগ্ধতাচালিত সাহিত্যগবেষণার পালাবদলকে অনিবার্য করে তুলেছিল। স্বাধীন বাংলাদেশে ঐ উত্তরাধিকারকে স্বীকার করে নিয়েই রবীন্দ্রসাহিত্য-গবেষণা বিকশিত হয়েছে। রবীন্দ্রসাহিত্যের বিচিত্র বিষয়ের ভাব ও বিষয়বস্তু, প্রবণতা ও প্রকরণ এবং চেতনালোক ও শিল্পলোক-এর বিবেচনা ও মূল্যায়ন বাংলাদেশের সাহিত্যগবেষণার গৌরবময় অর্জন। এ-পর্যায়ের গ্রন্থসমূহের মধ্যে সৈয়দ আকরম হোসেনের *রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস : চেতনালোক ও শিল্পরূপ* মূল্যায়নধর্মী সাহিত্যগবেষণার আদর্শবহ শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ । এ ছাড়া সন্‌জীদা খাতুনের *রবীন্দ্র সংগীতের ভাবসম্পদ*,: সিদ্দিকা মাহমুদার : *রবীন্দ্রনাথের গদ্যকবিতাচেতনা ও চিত্রকল্প* মঞ্জুশ্রী চৌধুরী *রবীন্দ্রনাথের রূপক সাংকেতিক নাটক* আলোচ্যকালে প্রকাশিত রবীন্দ্রসাহিত্য বিষয়ক মূল্যবান গবেষণা গ্রন্থ। রবীন্দ্রোত্তর বাংলা কবিতার বিষয় ও প্রকরণকে নতুন মূল্যে প্রতিষ্ঠার প্রত্যয়ে ঐ-পর্যায়ের প্রতিনিধিত্বশীল কবিবৃন্দের চেতনাজগৎ ও কাব্যভুবনের মূল্যায়ননির্ভর অসাধারণ কিছু গ্রন্থ বাংলাদেশের সাহিত্যগবেষণার দীর্ঘস্থায়ী সম্পদরূপে গণ্য হবে। এ-পর্যায়ের উল্লেখযোগ্য গবেষণা-গ্রন্থগুলি হল—বেগম আকতার কামালের *বিষ্ণু দে-র কাব্য: পুরাণ প্রসঙ্গ* এবং *বিষ্ণু দে-র কবিস্বভাব ও কাব্যরূপ*, মাহবুব সাদিকের *বুদ্ধদেব বসু কবিতা : বিষয় ও প্রকরণ*, সিদ্দিকা মাহমুদার *সুধীন্দ্রনাথ : কবি ও কাব্য*, রফিকউল্লাহ্ খানের *হাসান হাফিজুর রহমান : জীবন ও সাহিত্য* এবং আব্দুল মান্নান সৈয়দের *ফররুখ আহমদ : জীবন ও সাহিত্য*। কবিতার মতোই রবীন্দ্রোত্তর বাংলা কথাসাহিত্যের নবমূল্য প্রতিষ্ঠায় ঐ–কালের প্রতিনিধিত্বশীল শিল্পিবৃন্দের জীবনভাবনা, সাহিত্যকর্ম ও প্রকরণনিষ্ঠার রহস্য-উৎসের নন্দনতত্ত্ব-সমাজতত্ত্ব-সমন্বিত মূল্যায়ন আলোচ্য পঁচিশ বছরের সাহিত্যগবেষণার গৌরবময় অর্জন। নূরুর রহমান খানের *মুজতবা সাহিত্যের রূপবৈচিত্র্য ও রচনাশৈলী*, জীনাত ইমতিয়াজ আলীর *সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ : জীবনদর্শন ও সাহিত্যকর্ম*, আকিমুন রহমানের *আধুনিক বাংলা উপন্যাসে বাস্তবতার স্বরূপ*, সন্দীপক মল্লিকের *অন্নদাশঙ্কর রায় : সাহিত্য ও প্রাসঙ্গিক ভাবনা* এবং বিশ্বজিৎ ঘোষ-এর *বুদ্ধদেব বসুর উপন্যাসে নৈঃসঙ্গ্যচেতনার রূপায়ণ* এ–ধারার বিশিষ্ট গবেষণা-গ্রন্থ। এই পঁচিশ বছরের সাহিত্যগবেষণায় উনিশ শতকের সৃষ্টিশীল গদ্যসাহিত্যের মূল্যায়ন আমাদের গবেষকবৃন্দের প্রসারিত দৃষ্টি এবং পুনর্মূল্যায়ন-মানসতার সাক্ষ্যবহ। বহুচর্চিত উনিশ শতকীয় সাহিত্যও যে গবেষণার অবলম্বন হতে পারে, নবমূল্যে পুনঃপ্রতিষ্ঠার অবকাশ যে এর

অনেকক্ষেত্রেই বাস্তবরূপে বর্তমান—এই পর্যায়ের কয়েকটি গবেষণাগ্রন্থে তার প্রমাণ পাই। প্রসঙ্গত উল্লেখ করতে পারি সারোয়ার জাহানের *বঙ্কিম উপন্যাস : মূল্যায়নের পালাবদল*, এ.কে. এম. খায়রুল আলমের *দীনবন্ধু মিত্রের সাহিত্যকর্ম* এবং আবুল আহসান চৌধুরীর *মীর মশাররফ হোসেন : সাহিত্য ও সমাজচিন্তা* গ্রন্থের নাম। এতদ্ব্যতীত, ভিন্ন দুটি বিষয় ছন্দ ও অলংকার বিষয়ক গবেষণাও বাংলাদেশের সাহিত্যগবেষণার এক বিশিষ্ট প্রান্ত। আবদুল কাদির-এর *ছন্দ-সমীক্ষণ* এবং নরেন বিশ্বাস-এর *অলংকার-অন্বেষা* এই সময়পর্বের উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ।

পাকিস্তান শাসিত পূর্ববাংলায় ষাটের দশকের দ্বিতীয়ার্ধে মালিক মুহম্মদ জায়সী ও আলাওলের কাব্য-অবলম্বনে সম্পন্ন সৈয়দ আলী আহসানের গবেষণাগ্রন্থ *পদ্মাবতী*-তে (১৯৬৮) এবং মুনীর চৌধুরীর *তুলনামূলক সমালোচনা*(১৯৬৯)-য় সর্বপ্রথম তুলনামূলক-সাহিত্যবিবেচনা গবেষণার বিষয়ভুক্ত হয়েছিল। বাংলদেশের সাহিত্যগবেষণায় তুলনামূলক সাহিত্যবিবেচনার ঐ-পদ্ধতি ব্যাপকভাবে অনুশীলনের বিষয় হয়ে ওঠে নি। আধুনিক সাহিত্যগবেষণায় ঐ-পদ্ধতির অনুশীলন ও প্রয়োগের প্রশস্ত ক্ষেত্রটি এখনও প্রায়-অকর্ষিত। মুক্তিযুদ্ধোত্তর কালপর্বে ঐ-পদ্ধতির আংশিক প্রয়োগ লক্ষ করি কয়েকটি গবেষণাগ্রন্থে। এ-ধারার উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হচ্ছে শাহীদা আখতার-এর *পূর্ব ও পশ্চিম বাংলার উপন্যাস*, মাসুদুজ্জামান-এর *বাংলাদেশ ও পশ্চিম বাংলার কবিতা : তুলনামূলক ধারা* এবং সফিকুন্নবী সামাদী-র *কথাসাহিত্যে বাস্তবতা : শরৎচন্দ্র ও প্রেমচন্দ্র*।

বাংলাদেশের সাহিত্যকেন্দ্রিক গবেষণা এই পঁচিশ বছরে আমাদের সাহিত্যগবেষণার ভুবনকে নবমূল্যে প্রতিষ্ঠা করেছে। এই কালপর্বে বাংলাদেশের সাহিত্যের বিভিন্ন ধারার বিষয়-রূপ-রীতি, প্রবণতা ও প্রকরণ বিষয়ক গবেষণা আমাদের গবেষণাজগতের বিস্তৃত অংশ পূর্ণ করে রয়েছে। উপন্যাস, কবিতা ও ছোটগল্প আমাদের সাহিত্যের সমৃদ্ধ শাখা। মুক্তিযুদ্ধোত্তর নতুন প্রজন্মের অনেক গবেষকই তাঁদের আগ্রহ, অনুসন্ধান ও জ্ঞানচর্চার বিষয় হিসেবে বাংলাদেশের সাহিত্যের এই তিন সমৃদ্ধ শাখাকে সানন্দে গ্রহণ করেছেন। বাংলাদেশ রাষ্ট্রের ভৌগোলিক সীমার মধ্যে অতীত ও বর্তমানে রচিত-প্রকাশিত এবং জীবদ্দশায় যাঁরা বাংলাদেশের নাগরিকত্ব লাভ করেছেন তাঁদের রচিত সাহিত্যই 'বাংলাদেশের সাহিত্য' পরিচয়ে চিহ্নিত। এই সাহিত্যের ইতিহাসে, সাহিত্যে প্রতিফলিত জীবনধারায় সুচিহ্নিত আছে আমাদের জাতীয় জীবনের আকাঙ্ক্ষা ও প্রাপ্তি, লজ্জা ও গৌরব, আঘাত ও প্রত্যাঘাত, সংগ্রাম ও অর্জন। এই বিষয়গত ঐশ্বর্যই বিচিত্র রূপ ও প্রকরণে, দার্শনিক চিন্তায় ও অনুভবময়তায় শিল্পরূপ পেয়েছে। কাজেই 'বাংলাদেশের সাহিত্য' যে-সব গবেষকের জ্ঞান-অন্বেষণের বিষয়ভুক্ত হয়েছে, তাঁরা যে জাতীয় স্বার্থের অনুকূল ও সময়োপযোগী কর্তব্য সম্পাদন করেছেন তা বলা বোধ করি বাহুল্য হবে না। আমাদের সাহিতের বিভিন্ন শাখার বিষয়, প্রকরণ ও প্রবণতা যে-সব উল্লেখযোগ্য গ্রন্থের গবেষণা-বিষয় সেগুলি হল—মুহম্মদ ইদরিস আলীর বাংলাদেশের *উপন্যাস সাহিত্যে মধ্যবিত্ত শ্রেণী ১৯৪৭-৭০*, ভূঁইয়া ইকবালের *বাংলাদেশের উপন্যাসের সমাজচিত্র- ১৯৪৭-৭১*, আমিনুর রহমান সুলতানের *বাংলাদেশের কবিতা ও উপন্যাস : মুক্তিযুদ্ধের চেতনা*, মোহাম্মদ জাহিদ হোসেনের *বাংলাদেশের ছোটগল্প : জীবন ও সমাজ* এবং রফিকউল্লাহ খানের *বাংলাদেশের উপন্যাস : বিষয় ও শিল্পরূপ*। আধুনিক সাহিত্যের ইতিহাস প্রসঙ্গে আমরা বলেছিলাম যে, রচনার সংখ্যাধিক্য ও ব্যাপকতা এবং বিষয়ের বৈচিত্র্যের কারণে আজ আর আধুনিক সাহিত্যের ইতিহাস প্রণয়ন একক কোনো ব্যক্তির পক্ষে সহজসাধ্য নয়। অণুদৃষ্টি-অবলম্বী

সাহিত্যগবেষণার প্রাধান্যের কালে এমন প্রচেষ্টায় আত্মনিয়োগ করাও আজ আর যৌক্তিক বিষয়রূপে গণ্য হবে না। বহুজনের একক ও বিচ্ছিন্ন অথচ পরোক্ষভাবে সম্পর্কযুক্ত প্রয়াসের মাধ্যমেই বাংলাদেশের সাহিত্য ইতিহাসের রূপরেখা প্রণীত হতে পারে। এবং এ-ক্ষেত্রে ইতিবাচক দৃষ্টিকোণ থেকেই বলতে পারি, আমাদের গবেষকদের একক ও বিচ্ছিন্ন গবেষণা-প্রয়াসের মধ্য দিয়ে ইতোমধ্যেই বাংলাদেশের সাহিত্য-ইতিহাসের উপাত্ত ও উপকরণ সংগৃহীত হয়েছে, বিশেষ ক্ষেত্রে বিশেষ ধারার সাহিত্য ইতিহাসের রূপরেখাও সুনির্দিষ্ট অবয়ব পেয়েছে। প্রসঙ্গত পুনরুল্লেখ করতে পারি সাঈদ-উর রহমানের *পূর্ববাংলার রাজনীতি সংস্কৃতি ও কবিতা*, নিতাই দাসের *পাকিস্তান আন্দোলন ও বাংলা কবিতা*, সুকুমার বিশ্বাসের *বাংলাদেশে নাট্যচর্চা ও নাটকের ধারা*, শামসুল হকের *বাংলা সাময়িক পত্র*,মোহাম্মদ জাহিদ হোসেনের *বাংলাদেশের ছোটগল্প : জীবন ও সমাজ*, মুহম্মদ ইদরিস আলীর *বাংলাদেশের উপন্যাসসাহিত্যে মধ্যবিত্ত শ্রেণী (১৯৪৭-৭০)* এবং রফিকউল্লাহ খানের *বাংলাদেশের উপন্যাস : বিষয় ও শিল্পরূপ* গ্রন্থের কথা।

এ-সব গ্রন্থের কোনোটিতে ইতিহাসমূলক গবেষণাপদ্ধতি অনুসৃত হয়েছে, কোনোটিতে মূল্যায়িত হয়েছে বিশেষ প্রবণতা, আবার কোনোটিতে মূল্যায়ননির্ভর গবেষণাপদ্ধতির অনুশীলনে বিবেচিত হয়েছে আধার–আধেয় ও প্রকরণগত প্রসঙ্গ। এই গ্রন্থগুলি সম্মিলিতভাবে বাংলাদেশের সাহিত্য-ইতিহাসের উপকরণ ও উপাত্ত–উৎস হিসেবে গণ্য হবে।

বাংলা একাডেমী কর্তৃপক্ষের পৃষ্ঠপোষকতায় বিগত কয়েক বছর ধরে অনেকটা বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ–এর *সাহিত্যসাধক চরিতমালা*–র আদলে শতাধিক জীবনীগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। এ-সব জীবনীগ্রন্থের একটি বড় অংশের অবলম্বন সাহিত্যশিল্পীর জীবন। জীবনী সংকলন অবিমিশ্র সাহিত্যগবেষণা নয়, কিন্তু সাহিত্যগবেষণার এক অপরিহার্য উপকরণ–উৎস। বাংলা একাডেমীর জীবনী–গ্রন্থমালার প্রাসঙ্গিক গ্রন্থসমূহ আমাদের সাহিত্যগবেষণার গুরুত্বপূর্ণ উপকরণ ও উপাত্ত–উৎস হিসেবে গণ্য হবে। বাংলাদেশের সাহিত্যগবেষণায় একাডেমী বাস্তবায়িত এই জীবনী–গ্রন্থমালা প্রকল্পের ভূমিকা ভবিষ্যৎ সাহিত্যগবেষণায় ইতিবাচক মূল্যে গৃহীত হবে। প্রসঙ্গত গোলাম মুরশিদ রচিত *আশার ছলনে ভুলি* গ্রন্থটির কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করতে চাই। মাইকেল মধুসূদন দত্তের এই জীবনীগ্রন্থে অনেক অজানা তথ্য সপ্রমাণ সংকলিত হয়েছে—যা মধুসূদন সাহিত্যের পুনর্মূল্যায়নের নতুন ক্ষেত্র প্রস্তুত করেছে।

বাংলাদেশের সাহিত্যগবেষণার যে রূপরেখা এ-প্রবন্ধে উপস্থাপিত হল—সেটি অসম্পূর্ণ থেকে যাবে যদি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং তার গৌরবমণ্ডিত অংশ বাংলা বিভাগের নামটি অনুল্লেখ থেকে যায়। গবেষণার অনুকূল পরিবেশ প্রতিষ্ঠায়, শর্তহীন উদার পৃষ্ঠপোষকতায়, গবেষণা পত্রিকা প্রকাশনার দীর্ঘ ঐতিহ্যসৃষ্টিতে এবং নবীন গবেষকদের গবেষণাকার্যের সুযোগ্য তত্ত্বাবধানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা বিভাগ ও তার শিক্ষকমণ্ডলীর সদর্থক ভূমিকা বাংলাদেশের সমৃদ্ধ–সাহিত্য গবেষণার গৌরবময় নেপথ্য-শক্তি।

উপসংহার

বাংলদেশই আজ বাংলা ভাষা ও সাহিত্যচর্চার পীঠস্থান ও কেন্দ্রভূমি ; আমাদের জন্য এ–এক আনন্দময় বাস্তবতা। ফলত বাংলা ভাষা ও সাহিত্যগবেষণার কেন্দ্রস্থল রূপেও নিরঙ্কুশ প্রতিষ্ঠা পেতে

চলেছে বাংলাদেশ। বাংলাদেশের সাহিত্যগবেষণা আজ আর অতীতের মত পশ্চিমবঙ্গীয় সাহিত্যগবেষণার মুখাপেক্ষী কিংবা প্রতিক্রিয়া-সঞ্জাত কোনো বিষয় নয়। আমাদের গবেষণাজগৎ মনন-মেধা চর্চিত অধ্যয়ন ও অন্বেষণের এক স্বায়ত্তশাসিত ধারাক্রম প্রতিষ্ঠা করেছে। এ-কথা সত্য, অনন্ত কালপ্রবাহের নিরিখে অথবা একটি জাতির ক্রমবিকাশের ইতিহাসে পঁচিশ বছর সময়কাল বড় কোনো কালপর্ব নয়, তথাপি ঐ পঁচিশ বছর আমাদের সত্তাসন্ধান ও আত্মপরিচয় প্রতিষ্ঠার গৌরবময় ইতিহাসের সঙ্গে সংলগ্ন। সংলগ্ন এই ইতিবাচক ইতিহাসেরই এক অনুপেক্ষণীয় সাক্ষ্য সাহিত্যগবেষণার এই ভুবন। আমাদের জাতীয় জীবনের ভ্রান্তি ও মোহ, বিচ্যুতি ও সাফল্য, প্রত্যাশা ও প্রাপ্তি, ব্যর্থতা ও সাফল্য একান্তভাবে আমাদেরই। আমাদের সাহিত্যগবেষণা জাতিগত এই আত্মপরিচয় অঙ্গীকার করে নিয়েই আন্তর্জাতিক উচ্চতায় উত্তরণে প্রয়াসী হয়েছে। ধারাবর্ণনা, বিবৃতি, বিবরণ, পরিচিতি ও ব্যাখ্যার প্রথাবদ্ধ গবেষণা-পদ্ধতি যে আজ ক্ষীণধারায় পর্যবসিত হয়ে বিবেচনা-মূল্যায়ন ও তুলনাবিচারের প্রশস্তধারার শ্রেষ্ঠত্ব মেনে নিয়েছে, শত সীমবদ্ধতা সত্ত্বেও একে বাংলাদেশের অগ্রগামিতর অনুষঙ্গেই বিবেচনা করতে হবে, এর মধ্যকার প্রাগ্রসরতাকে যথাযথ মূল্যে স্বীকার করে নিতে হবে।

তথ্যনির্দেশ

১ আনিসুজ্জামান : "অবতরণিকা" : *মুসলিম মানস ও বাংলা সাহিত্য* (প্র. প্র. : ঢাকা, লেখক সংঘ প্রকাশনী, ১৯৬৪)

২ প্রবন্ধের শেষে সংযুক্ত গ্রন্থপঞ্জি দ্রষ্টব্য।

গ্রন্থপঞ্জি

ইতিহাসমূলক গবেষণা

১৯৭২ আহমদ শরীফ : *সৈয়দ সুলতান—তাঁর গ্রন্থাবলী ও তাঁর যুগ*

নীলিমা ইব্রাহিম : *বাংলা নাটক : উৎস ও ধারা*

১৯৭৩ শামসুল হক : *বাংলা সাময়িক পত্র*

১৯৭৪ মনসুর মুসা : *পূর্ব বাঙলার উপন্যাস*

১৯৭৭ মুস্তাফা নূরউল ইসলাম : *সাময়িক পত্রে জীবন ও জনমত*

১৯৭৮ আহমদ শরীফ : *বাঙালী ও বাঙলা সাহিত্য*

১৯৭৯ আবুল কাসেম ফজলুল হক : *উনিশ শতকের মধ্য শ্রেণী ও বাঙলা সাহিত্য*

১৯৮১ মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান : *সাময়িক পত্রে সাহিত্যচিন্তা : সওগাত*

১৯৮২ আবুল কাশেম চৌধুরী : *বাংলা সাহিত্যে সামাজিক নকশা : পটভূমি ও প্রতিষ্ঠা*

ওয়াকিল আহমদ : *উনিশ শতকে* বাঙালী মুসলমানের চিন্তা-চেতনার ধারা (প্রথম খণ্ড)

১৯৮৩ আহমদ শরীফ : *বাঙালী ও বাঙলা সাহিত্য* (২য় খণ্ড)

ওয়াকিল আহমদ : *উনিশ শতকের বাঙালী মুসলমানের চিন্তা চেতনার ধারা* (২য় খণ্ড)

সাঈদ উর রহমান: *পূর্ববাংলার রাজনীতি–সংস্কৃতি ও কবিতা*

১৯৮৪ আনিসুজ্জামান ; *পুরনো বাংলা গদ্য*

	খন্দকর সিরাজুল হক ; *মুসলিম সাহিত্য সমাজ : সমাজ চিন্তা ও সাহিত্য-কর্ম*
১৯৮৫	মোহাম্মদ জয়নাল আবেদীন ; *বাংলা প্রহসনের আলোকে উনিশ শতকের বাঙলা ও বাঙালী সমাজ*
	হায়াৎ মামুদ ; *গেরাসিম স্তেপানভিচ্ লিয়েবেদফ*
১৯৮৮	সুকুমার বিশ্বাস ; *বাংলাদেশে নাট্যচর্চা ও নাটকের ধারা*
	সৈয়দ মোহাম্মদ শাহেদ ; *ছড়ায় বাঙালী সমাজ ও সংস্কৃতি*
১৯৮৯	লায়লা জামান ; *সওগাত পত্রিকার সাহিত্যিক অবদান ও সামাজিক ভূমিকা*
১৯৯০	মোহাম্মদ আবদুল কাইউম ; *সাময়িক পত্রে সাহিত্য প্রসঙ্গ*
	সৌরেন বিশ্বাস ; *বিভূতিভূষণের উপন্যাসে শতবর্ষের বাংলাদেশ*
১৯৯১	শেখ আতাউর রহমান ;*বাংলা কথা-সাহিত্য : মুসলিম চরিত্র পরিবার ও সমাজ*
১৯৯২	গোলাম মুরশিদ ; *কালান্তরে বাংলাগদ্য*
১৯৯৩	নিতাই দাস ; *পাকিস্তান আন্দোলন ও বাংলা কবিতা*
	শাহজাহান মনির ; *বাংলা সাহিত্যে বাঙালি মুসলমানের চিন্তাধারা*
	সুনন্দা বড়ুয়া ; *বাংলা সাহিত্য বৌদ্ধ উপাখ্যান*
১৯৯৪	আবদুল করিম ; *বাংলা সাহিত্যের কালক্রম (মধ্যযুগ)*
	স্বরোচিষ সরকার ; *কথা সাহিত্যে ও নাটকে মুসলিম সংস্কারচেতনা।*
১৯৯৫	মুহাম্মদ আবদুল্লাহ ; *মুসলিম সম্পাদিত বাংলা সাময়িক পত্রে ধর্ম ও সমাজ চিন্তা*
১৯৯৬	তাহমিনা আলম ; *বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন : চিন্তা-চেতনার ধারা ও সমাজকর্ম*

সাহিত্যগবেষণা : প্রাচীন ও মধ্যযুগ

১৯৭৬	আবদুল হাফিজ ; *বাংলা রোমান্স-কাব্য পরিচয়*
১৯৭৭	আহমদ শরীফ ; *মধ্যযুগের সাহিত্যে সমাজ ও সংস্কৃতির রূপ*
১৯৮৩	রাজিয়া সুলতানা ; *আবদুল হাকিম : কবি ও কাব্য*
১৯৮৫	মুহম্মদ আবদুল খালেক ; *মধ্যযুগের বাংলা কাব্যে লোক-উপাদান*
১৯৮৭	খন্দকার মুজাম্মিল হক ; *মধ্যযুগের বাঙলায় মুসলিম নীতিশাস্ত্র কথা*
১৯৯০	জয়া সেনগুপ্তা ; *মনসামঙ্গল কাব্যে সামাজিক পটভূমিকা ও নারী*
১৯৯১	অমৃতলাল বালা ; *আলাওলের কাব্যে হিন্দু মুসলিম সংস্কৃতি*
	মুহম্মদ শাহজাহান মিয়া; *শ্রীরায় বিনোদ : কবি ও কাব্য*
১৯৯৩	মুহম্মদ মজিরউদ্দিন মিয়া ; *বাংলা সাহিত্যে রসুল চরিত*
	শিপ্রা সরকার ; *সাহিত্যের সমাজতত্ত্ব : প্রসঙ্গ মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গল কাব্য*
১৯৯৪	ওয়াকিল আহমদ ; *মধ্যযুগের বাংলা কাব্যের রূপ ও ভাষা*
	মোহাম্মদ হাননান ; *বাংলা সাহিত্যে মতাদর্শগত বিরোধ ও শ্রেণী দ্বন্দ্ব*
১৯৯৬	মনোয়ারা হোসেন ; *বাংলাশব্দের শ্রেণীবিচার ও প্রয়োগ বিশ্লেষণ : প্রাচীন ও মধ্যযুগ*
	মুহম্মদ আবদুল জলিল ; *মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে বাংলা ও বাঙালী সমাজ*
	সেলিম আলদীন ; *মধ্যযুগের বাঙলা নাট্য*

লোকসাহিত্য গবেষণা

১৯৭৪ আবুল আহসান চৌধুরী ; *কুষ্টিয়ার বাউল সাধক*
ওয়াকিল আহমদ ; *বাংলার লোক সংস্কৃতি*
১৯৭৬ আনোয়ারুল করিম ; ফকির লালন শাহ
১৯৮৮ আহমদ শরীফ ; *বাউল কবি যুল্‌লবাসউদ্দিন ও নসরুদ্দীনের পদাবলী*
১৯৯০ খোন্দকার রিয়াজুল হক ;*মরমী কবি পাঞ্জু শাহ : জীবন ও কাব্য*
সৈয়দ আজিজুল হক ; *ময়মনসিংহের গীতিকা : জীবনধর্ম ও কাব্যমূল্য*
১৯৯৪ মহসিন হোসাইন ; *কবিয়াল বিজয় সরকারের জীবন ও সঙ্গীত*
১৯৯৫ গোপিকারঞ্জন চক্রবর্তী ; *ভবাপাগ্‌লার জীবন ও গান*
১৯৯৭ খোন্দকার রিয়াজুল হক ; *মরমী কবি খোদা বক্‌শ শাহ : জীবন ও সঙ্গীত*

গবেষণামূলক প্রবন্ধসংকলন

১৯৭২ আবদুল মান্নান সৈয়দ ; *শুদ্ধতম কবি*
১৯৭৫ আবু হেনা মোস্তফা কামাল ; *শিল্পীর রূপান্তর*
১৯৭৬ আনিসুজ্জামান ; *স্বরূপের সন্ধানে*
১৯৮০ আবদুল মান্নান সৈয়দ ; *দশ দিগন্তের দ্রষ্টা*
১৯৮৫ রফিকউল্লাহ খান ; *মাইকেল রবীন্দ্রনাথ ও অন্যান্য*
সৈয়দ আকরম হোসেন ; *বাংলাদেশের সাহিত্য ও অন্যান্য প্রসঙ্গ*
১৯৯১ বিশ্বজিৎ ঘোষ ; *বাংলাদেশের সাহিত্য*
ভীষ্মদেব চৌধুরী ; *বাংলাদেশের সাহিত্যগবেষণা ও অন্যান্য*
১৯৯৩ মাহবুব সাদিক ; *কবিতায় মিথ এবং অন্যান্য প্রসঙ্গ*
রফিকউল্লাহ খান ; *রবীন্দ্র বিষয়ক*
১৯৯৭ সৈয়দ আকরম হোসেন ; *প্রসঙ্গ : বাংলা কথাসাহিত্য*

আধুনিক-সাহিত্য গবেষণা

১৯৭২ রফিকুল ইসলাম ; *নজরুল জীবনী*
১৯৭৫ মোহাম্মদ আবদুল আউয়াল ; *মীর মশাররফের গদ্য রচনা*
১৯৭৬ আবদুল কাদির ; *কাজী আবদুল ওদুদ*
১৯৭৭ বেগম আকতার কামাল ; *বিষ্ণু দে-র কাব্য : পুরাণ প্রসঙ্গ*
১৯৭৮ মুহম্মদ মজির উদ্দীন ; *রবীন্দ্র ছোটগল্পে সমাজ ও স্বদেশ চেতনা*
১৯৮০ নাজমা জেসমিন চৌধুরী ; *বাংলা উপন্যাস ও রাজনীতি*
১৯৮১ সন্‌জীদা খাতুন ; *রবীন্দ্র-সংগীতের ভাবসম্পদ*
সিদ্দিকা মাহমুদা ; *রবীন্দ্রনাথের গদ্যকবিতা : চেতনা ও চিত্রকল্প*
সৈয়দ আকরম হোসেন ; *রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস : চেতনালোক ও শিল্পরূপ*
সৈয়দ আবুল মকসুদ ; *সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র জীবন ও সাহিত্য*
১৯৮২ গোলাম মুরশিদ ; *রবীন্দ্রবিশ্বে পূর্ববঙ্গ : পূর্ববঙ্গে রবীন্দ্রচর্চা*
মোরশেদ শফিউল হাসান ; *বেগম রোকেয়া : সময় ও সাহিত্য*
রফিকুল ইসলাম ; *কাজী নজরুল ইসলাম : জীবন ও কবিতা*

১৯৮৩ মঞ্জুশ্রী চৌধুরী ; *রবীন্দ্রনাথের রূপক সাংকেতিক নাটক*
হুমায়ন আজাদ ; *শামসুর রাহমান ; নিঃসঙ্গ শেরপা*
১৯৮৫ ভূঁইয়া ইকবাল ; *বঙ্কিম উপন্যাস : মূল্যায়নের পালা বদল*
মুহম্মদ ইদরিস আলী ; *বাংলাদেশের উপন্যাস সাহিত্যে মধ্যবিত্ত শ্রেণী (১৯৪৭-৭০)*
মোহম্মদ মনিরুজ্জান ; *আধুনিক বাংলা কবিতা : প্রাসঙ্গিকতা ও পরিপ্রেক্ষিত*
১৯৯০ এ. কে. এম. খায়রুল আলম ; *দীনবন্ধু মিত্রের সাহিত্যকর্ম*
করুণাময় গোস্বামী ; *বাংলা কাব্যগীতির ধারায় কাজী নজরুল ইসলামের স্থান*
নূরুর রহমান খান ; *মুজতবা সাহিত্যের রূপবৈচিত্র্য ও রচনাশৈলী*
১৯৯১ ভূঁইয়া ইকবাল ; *বাংলাদেশের উপন্যাসে সমাজচিত্র (১৯৪৭-৭১)*
মাহবুব সাদিক ; *বুদ্ধদেব বসুর কবিতা : বিষয় ও প্রকরণ*
১৯৯২ জীনাত ইমতিয়াজ আলী ; *সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ : জীবনদর্শন ও সাহিত্যকর্ম*
পৃথ্বীলা নাজনীন ; *আত্মজীবনীমূলক রচনা : মীর মশাররফ হোসেন*
বেগম আকতার কামাল ; *বিষ্ণু দে-র কবি স্বভাব ও কাব্যরূপ*
শাহিদা আখতার ; *পূর্ব ও পশ্চিম বাংলার উপন্যাস*
শিপ্রা রক্ষিত দস্তিদার ; *হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর সাহিত্যকর্ম*
সিদ্দিকা মাহমুদা ; *সুধীন্দ্রনাথ : কবি ও কাব্য*
১৯৯৩ আকিমুন রহমান ; *আধুনিক বাংলা উপন্যাসে বাস্তবতার স্বরূপ*
আবদুল মান্নান সৈয়দ ; *ফররুখ আহমদ : জীবন ও সাহিত্য*
বীণাপাণি বাগচী ; *প্যারীচাঁদ মিত্রের জীবন ও সমাজ-চেতনা*
মাসুদুজ্জামান ; *বাংলাদেশ ও পশ্চিম বাংলার কবিতা : তুলনামূলক ধারা*
মাহবুবা সিদ্দিকা ; *সিকান্দার আবু জাফর : কবি ও নাট্যকার*
রফিকউল্লাহ খান ; *হাসান হাফিজুর রহমান : জীবন ও সাহিত্য*
শিরীন আখতার ; *বাংলাদেশের তিনজন ঔপন্যাসিক*
সেলিমা খালেক ; *জসীম-উদ্‌দীনের কবিতা : অলংকার ও চিত্রকল্প*
সেলিম জাহাঙ্গীর ; *মীর মশাররফ হোসেন : জীবন ও সাহিত্য*
সৈকত আসগর ; *আধুনিক বাংলা কবিতা : শিল্পরূপ বিচার*
সৈকত আসগর ; *বাংলা কবিতার শিল্পরূপ : চল্লিশের দশক*
১৯৯৪ মাহবুবা সিদ্দিকা ; *আধুনিক বাংলা কবিতায় সমাজ সচেতনতা*
মুহম্মদ মজির উদ্দিন মিয়া ; *গল্পগুচ্ছের সমাজ ও জীবন*
সন্দীপক মল্লিক ; *অন্নদাশঙ্কর রায় ; সাহিত্য ও প্রাসঙ্গিক ভাবনা*
১৯৯৫ অনীক মাহমুদ ; *আধুনিক বাংলা কাব্যে সাম্যবাদী চেতনা*
আজহার ইসলাম ; *বাংলাদেশের ছোটগল্প : বিষয়ভাবনা স্বরূপ ও শিল্পমূল্য*
১৯৯৬ আবুল আহসান চৌধুরী ; *মীর মশাররফ হোসেন : সাহিত্যকর্ম ও সমাজচিন্তা*
আমিনুর রহমান সুলতান ; *বাংলাদেশের কবিতা ও উপন্যাস : মুক্তিযুদ্ধের চেতনা*
১৯৯৭ বিশ্বজিৎ ঘোষ ; *বুদ্ধদেব বসুর উপন্যাসে নৈঃসঙ্গ চেতনার রূপায়ণ*
মোহাম্মদ জাহিদ হোসেন ; *বাংলাদেশের ছোটগল্পে জীবন ও সমাজ*
রফিকউল্লাহ খান ; *বাংলাদেশের উপন্যাস : বিষয় ও শিল্পরূপ*
সফিকুন্নবী সামাদী ; *কথাসাহিত্যে বাস্তবতা : শরৎচন্দ্র ও প্রেমচন্দ্র*